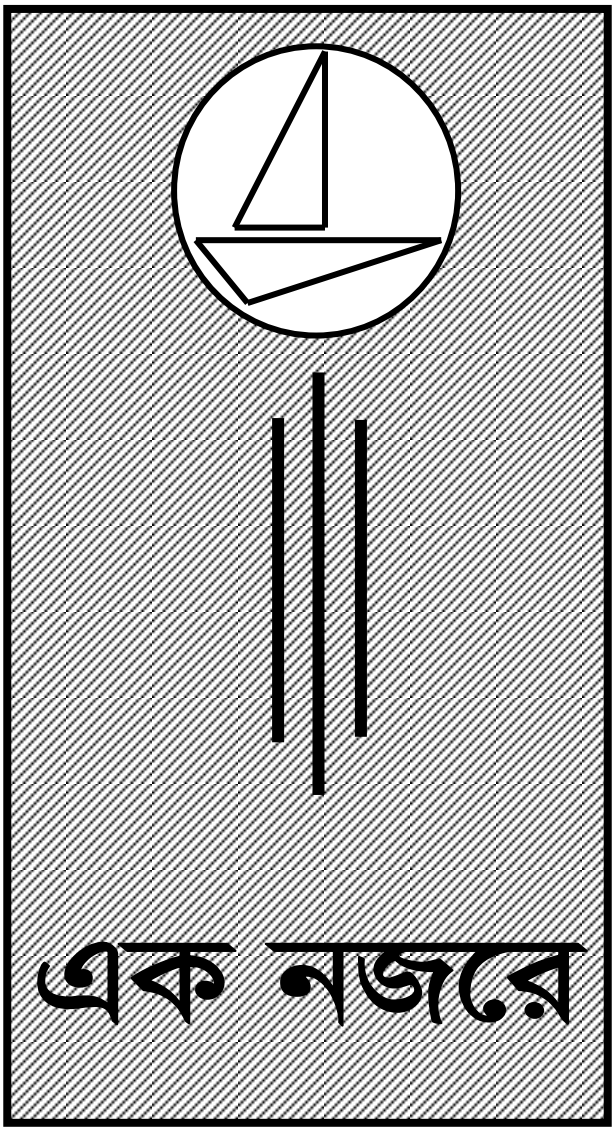

এক নজরে

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি.

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

২১ জুন ২০২৪ খ্রি.

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন সীমান্তবর্তী জনপদ দর্শনায় অবস্থিত সুগার ফ্যাক্টরী, ডিস্টিলারী, কৃষি খামার ও সম্প্রতি স্থাপিত জৈব সার কারখানার সমন্বয়ে এটি একটি সরকারি বৃহৎ শিল্প-কমপ্লেক্স। কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্র এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভুমিকা রেখে চলেছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তা-ঘাট তৈরী/মেরামত; মিলের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বনামধন্য কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয় বিপুল পরিমান ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া করানোর পাশাপাশি অত্র এলাকার অন্যান্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় আর্থিক অনুদানসহ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। কেরুজ হাসপাতালের মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। আখ চাষিদের বিভিন্ন সমস্যায় আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে ও সরকারের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা বাড়ছে।

১৮০৫ সালে মি. জন ম্যাকসওয়েল নামক এক ইংরেজ তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ভারতের কানপুরে জাগমু নামক স্থানে তখনকার একমাত্র ফরেণ লিকার কারখানাটি চালু করেছিলেন। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে এর নাম, স্থান, মালিকানা, উৎপাদন ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। ১৮৪৭ সালে মি. রবার্ট রাসেল কেরু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হন এবং কালক্রমে তা ক্রয় করে নেন। উত্তর ভারতের 'রোজা'তে অবস্থানকালীন ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লবের সময় কারখানাটি ক্ষতি গ্রস্থ হয়। অতঃপর তা' পুনঃনির্মাণপূর্বক জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী গঠন করে 'কেরু এ্যান্ড কোম্পানী লি. হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয়। 'রোজা'তে ব্যবসা উন্নতি লাভ করলে আসানসোল ও কাটনীতে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সনে প্রাথমিকভাবে দৈনিক ১০০০ টন আখ মাড়াই ও ১৮ হাজার প্রুফ লিটার স্পিরিট তৈরির লক্ষ্যে আরও একটি শাখা তদানীন্তন নদীয়া জেলার অন্তর্গত এ দর্শনায় স্থাপন করা হয়। ১৯৬৮ সনে ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (পাকিস্তান) লি. এর স্থলে ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব ইপিআইডিসি'র উপর ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি এটি কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে।

অত্র প্রতিষ্ঠান সুদীর্ঘকাল অতীব সুনামের সাথে চিনি, রেকটিফাইড স্পিরিট, ডিনেচার্ড স্পিরিট, কান্ট্রি স্পিরিট **(C.S)**, ভিনেগার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও জৈবসার উৎপাদন এবং বিপণন করে আসছে। কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. দেশের একমাত্র ফরেণ লিকার **(F.L)** (ফাইন ব্রান্ডি, ইম্পেরিয়াল হুইস্কি, রোজারাম, ওল্ডরাম, গোল্ড রিবন জিন, কেরুজ ড্রাই জিন, মল্টেড হুইস্কি, চেরি ব্রান্ডি, অরেঞ্জ ক্রারাক্যাও, জরিনা ভদকা) উৎপাদনকারী ও বিপনণকারী প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও চিটাগুড়, ব্যাগাস, প্রেসমাড ও স্পেন্টওয়াস অন্যতম উপজাত দ্রব্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণের পর থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত কেরু এ্যান্ড কোম্পানী মাদক শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর বাবদ প্রায় ১৯১০.০০ কোটি টাকার উপরে সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে। বর্তমান সময়ে সার্বিকভাবে এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

সুগার ফ্যাক্টরিটি অতি পুরাতন হওয়ায় বর্তমানে এর কার্যক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, ফলে লাভজনকভাবে চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান সরকার কর্তৃক **BMR** করণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যার প্রায় ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **BMR**-এর ১০০% কাজ সম্পন্ন হলে চিনি আহরণের হার বৃদ্ধিসহ চিনি কারখানাও লাভজনক হবে বলে আশা করা যায়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ডিস্টিলারীতে প্রায় ৬০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট এবং ২.৩২ লক্ষ কেস ফরেণ লিকার **(F.L)** উৎপাদন হয়েছে। বিপণন বৃদ্ধি করে ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিত করে নীট লাভ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের মাধ্যমে চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত আখের চিনি প্যাকেটজাত করে জনগণ/ভোক্তা সাধারনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

চিনিকল ও ডিস্টিলারীর বর্জ্য কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকারের উদ্যেগে কেরুজ জৈবসার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যিকভাবে জৈবসার উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম চলমান। উৎপাদিত জৈবসার ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল পাওয়ায় চাষিদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কেরুজ জৈবসার কারখানাটি কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. এর বর্জ্য শোধনাগার হিসেবেও কাজ করছে। চাষিদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১কেজি প্যাকেট আকারে "সোনার দানা" নামে জৈবসার বাজারজাত করা হচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুম হতে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ই-গেজেট, ই-পূর্জি ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে চাষিদের আখের মূল্যসহ অন্যান্য পাওনাদি সফলভাবে প্রদান করা হচ্ছে।

(মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মৌলিক তথ্যাবলী

১। প্রতিষ্ঠাকাল, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

ইউনিট	প্রতিষ্ঠাকাল	যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	উৎপাদন ক্ষমতা
(ক) চিনি কারখানা	১৯৩৮	মেসার্স ব্লেয়ার্স লিঃ, গ্লাসগো, ইংল্যান্ড	১১৫০.০০ মে.টন (দৈনিক আখ মাড়াই)
(খ) ডিস্টিলারী কারখানা	১৯৩৮	মেসার্স পিনগ্রিস ইটি মোলেট, ফ্রান্স ও ইন্ডিয়া	১৩৫.০০ লক্ষ প্রুফ লিঃ (বার্ষিক স্পিরিট)
(গ) জৈবসার কারখানা	২০১২-১৩	ট্রায়োকেম, ইন্ডিয়া	৬০০০.০০ মে.টন (বার্ষিক)
(ঘ) কৃষি			৩৩৩৫.৫৬ একর

২। জমির পরিমাণ ঃ

(ক)	কারখানা ও কলোনি	--	১৬৬.১৮	একর
(খ)	ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র	--	৫.৩০	”
(গ)	মিল হতে খামারে যাওয়ার রাস্তা ও পার্শ্ববর্তী জমি	--	৪৮.৩৫	”
(ঘ)	পরীক্ষামূলক খামার (আকন্দবাড়ীয়া)	--	২৭৯.৭২	”
(ঙ)	৯টি কৃষি খামার	--	৩০৫৫.৮৪	”
(চ)	শ্মশান	--	১.২৭	”
		মোট --	৩৫৫৬.৬৬	একর

৩। জনবল (সকল ইউনিট) ঃ

ক্রঃ নং	পদের শ্রেনী বিন্যাস		মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা (২০০২এর সেট-আপ অনুযায়ী)	কর্মরত জনবল		মোট কর্মরত	শুণ্য পদ সংখ্যা	মন্তব্য
				পুরুষ	মহিলা			
০১	কর্মকর্তা	১ম শ্রেনী	৫৭	৪২	২	৪৪	১৩	
		২য় শ্রেনী	১৮	১৫	৩	১৮	-	
		মোট (কর্মকর্তা)	**৭৫**	**৫৭**	**৫**	**৬২**	**১৩**	
০২	কর্মচারী	৩য় শ্রেনী (স্থায়ী)	৩১১	১৮৮	১৬	২০৪	১০৭	৬০ জন কানামনা কর্মরত
		৪য় শ্রেনী (স্থায়ী)	১৭১	১৩৬	৬	১৪২	২৯	২৯ জন কানামনা কর্মরত
০৩	শ্রমিক	স্থায়ী	৩০৭	২৯২	-	২৯২	১৫	১৫ জন কানামনা কর্মরত
		মোট (স্থায়ী)	**৭৮৯**	**৬১৬**	**২২**	**৬৩৮**	**১৫১**	
০৪	কর্মচারী	৩য় শ্রেণী (মৌসুমি)	১২৬	৫০	৪	৫৪	৭২	৩০ জন কানামনা কর্মরত
		৪র্থ শ্রেণী (মৌসুমি)	৯৭	২৫	১	২৬	৭১	৪০ জন কানামনা কর্মরত
০৫	শ্রমিক	মৌসুমি	২৩৪	১২৩	-	১২৩	১১১	৬০ জন কানামনা কর্মরত
		মোট (মৌসুমি)	**৪৫৭**	**১৯৮**	**৫**	**২০৩**	**২৫৪**	
০৬	চুক্তিভিত্তিক/ কানামনা	কর্মচারী (৩য় শ্রেনী)	০৭	০৭	-	০৭	-	
		কর্মচারী (৪র্থ শ্রেনী)	৯৩	৯০	-	৯০	৩	
		শ্রমিক	৯২	৯২	-	৯২	-	
		মোট (চুক্তিভিত্তিক)	**১৯২**	**১৮৯**	**-**	**১৮৯**	**৩**	
		সর্বমোট =	**১৫১৩**	**১০৬০**	**৩২**	**১০৯২**	**৪২১**	

P.T.O

৪। **অন্যান্য ঃ**

(ক)	**কৃষি খামারের সংখ্যা**	--	**১০**
(খ)	**ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ঃ**		
	(১) মিল গেট	--	**২**
	(২) রোড ভিত্তিক	--	**২৮**
(গ)	**দেশব্যাপী দেশীমদ বিক্রয় কেন্দ্র**	--	**১৩**
(ঘ)	**ফরেণ লিকার বিক্রয় কেন্দ্র**	--	**দর্শনা, ঢাকা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার।**

৫) জাতীয় কোষাগারে আর্থিক অবদান ঃ শুধুমাত্র মাদক শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর হিসাবে স্বাধীনতার পর থেকে ২০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত **১৯১০.০০** কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদান করা হয়েছে (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত)।

৬) চিনি কারখানা ঃ

১)	দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা	ঃ	**১১৫০** মেঃটন (টিসিডি)
২)	চিনি উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক)	ঃ	**১১,৫০০** মেঃটন
৩)	উপজাত	ঃ	চিটাগুড়, ব্যাগাছ ও ফিল্টার কেক/মাড।
৪)	চিনি সংরক্ষণ ক্ষমতা	ঃ	৯,৭০০ মেঃটন।
৫)	চিটাগুড় সংরক্ষণ ক্ষমতা	ঃ	৭,২০০ মেঃটন।

৭) ডিস্টিলারী কারখানা ঃ

১)	উৎপাদিত পণ্যাদি	ঃ	রেকটিফাইড স্পিরিট, ডিনেচার্ড স্পিরিট, কান্ট্রি স্পিরিট, বিভিন্ন প্রকার ফরেণ লিকার ও ভিনেগার।

৮) জৈব সারকারখানা ঃ

১)	উৎপাদিত পণ্য	ঃ	কেরুজ জৈব সার (সোনার দানা)
২)	উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক)	ঃ	৫,০০০ মেঃটন।

৯) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

ক)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং একটি হাফেজীয়া মাদ্রাসা রয়েছে।
খ)	চিকিৎসা সুবিধা	ঃ	শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের জন্য একটি হাসপাতাল আছে। এছাড়া আখচাষীদের অর্থায়নে নির্মিত একটি "মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল" রয়েছে।
গ)	বিনোদন	ঃ	একটি জেনারেল ক্লাব ও একটি অফিসার্স ক্লাব।

❋ ❋ ❋